খুশু’(خشع)

খুদু’(خضع)

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ “খুশু’(خ ش ع)খুদু’(خ ض ع)

‘খুশুর অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করা আত্মসমর্পন করা। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি এবং পড়ে থাকি যে, খুশু খুদুর সাথে সালাত আদায় করতে হবে। খুশু খুদু’ একদিনে অর্জন হয় না। এর জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সালাতে খুশু খুদু আনয়নের উপায় হল সালাতে যা তেলাওয়াত করি, পড়ি তার অর্থ ভালকরে বুঝতে হবে। মনে করতে হবে আমি আল্লাহর সাথে কথা বলছি, আমি আল্লাহকে না দেখলেও তিনি আমার সালাত পর্যবেক্ষণ করছেন।

খুশু শব্দটি পবিত্র কোরআন মজীদে ১০ বার এসেছে এবং খুদু’ শব্দটি মাত্র ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বণী ইসরাঈল

তারা (ইমানদারগণ) সেজদায় কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং কোরআন তেলাওয়াত তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে দেয়।

সুরা ১৭ বণী ইসরাঈল, আয়াতঃ ১০৭, ১০৮, ১০৯(সেজদার আয়াত)

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ

اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۩

তুমি বলঃ তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর অথবা বিশ্বাস না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয়, তখনই তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿١٠٨﴾

এবং বলেঃ আমাদের প্রতিপালক পবিত্র মহান! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে।

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿١٠٩﴾ السجدة

আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মু'মিনুন

২। সফল হয়েছে মু'মিনরা, যারা তাদের সালাতে হয় বিনীত।

সুরা ২৩ আল মু'মিনুন , আয়াতঃ ১,২

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١﴾

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ।

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ﴿٢﴾

যারা বিনয়-নম্র নিজেদের নামাযে।

৩।পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাদীদ

তার (আল কুরআন)পাঠে তাদের (মু'মিনদের)হৃদয় বিগলিত হবার সময় কি এখনো হয় নি?

সুরা ৫৭ আল হাদীদ , আয়াতঃ ১৬

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۭ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٦﴾

মু'মিন লোকদের জন্য এখনো কি সময় আসেনি যে,আল্লাহর স্মরণ এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার সম্মুখে অবনত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো তাদের মত তারা যেন না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়েছিলো তাদের অধিকাংশই ফাসেক।

৪। তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। এটা কঠিন কাজ। তাদের জন্য কঠিন নয় যারা আল্লাহর প্রতি বিনীত অনুগত।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ৪৫

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي
الْخٰشِعِيْنَ ۙ ﴿٤٥﴾

এবং তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং অবশ্যই তা কঠিন;
কিন্তু বিনীতগণের পক্ষে নয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইমরান

৫।আহলে কিতাবদের মধ্যে অবশ্যই এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হয়ে ঈমান আনে।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ১৯৯

وَاِنَّ مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ لَمَنۡ يُّؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكُمۡ وَمَاۤ
اُنۡزِلَ اِلَيۡهِمۡ خٰشِعِيۡنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشۡتَرُوۡنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ؕ
اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيۡعُ الۡحِسَابِ ﴿۱۹۹﴾

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে , সে বিষয়ে আল্লাহর ভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে ; যারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করে না, তাদেরই জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

৬। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল আম্বিয়া

যাকারিয়া (আঃ)কে পুত্র লাভের সুসংবাদ দেয়ার পর বলা হচ্ছেঃ তারা আমাকে ডাকতো আশা ও ভয় নিয়ে, তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া ,আয়াতঃ ৯০

فَاسۡتَجَبۡنَا لَهٗ ۟ وَوَهَبۡنَا لَهٗ يَحۡيٰى وَاَصۡلَحۡنَا لَهٗ زَوۡجَهٗ ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا
يُسٰرِعُوۡنَ فِى الۡخَيۡرٰتِ وَيَدۡعُوۡنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوۡا لَنَا
خٰشِعِيۡنَ ﴿۹۰﴾

অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহিয়াকে(আঃ) এবং তার জন্যে স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম; তারা সৎকর্মে প্রতিযোগীতা করতেন, তারা আমাকে ডাকতেন আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিলেন আমার নিকট বিনীত।

৭। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শুরা

তুমি দেখতে পাবে , অবনত, অপদস্ত করে এদের(কাফিরদের)জাহান্নামে নেয়া হচ্ছে।

সুরা ৪২ আশ শুরা, আয়াতঃ ৪৫

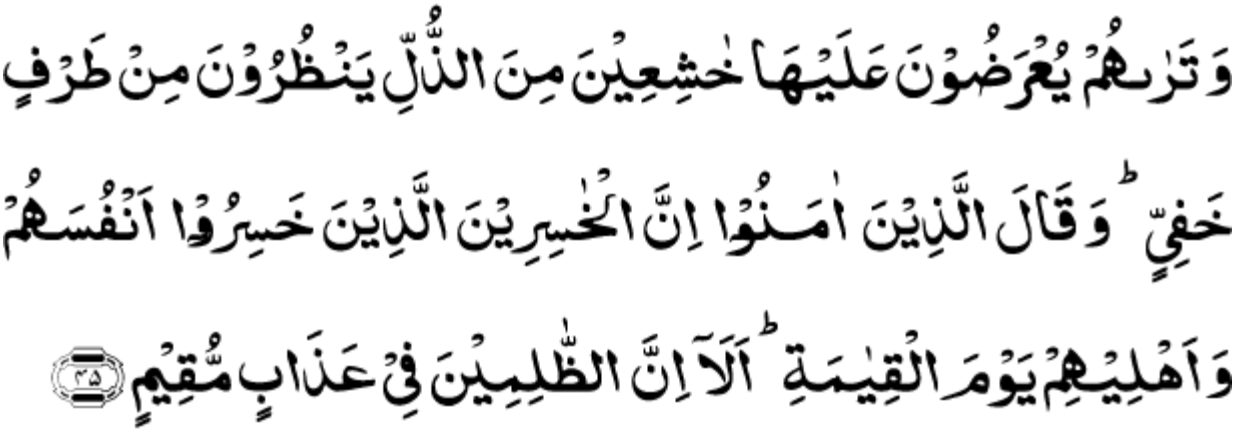
وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ
خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾

তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা অপমানে অবনত অবস্থায় গোপনে পার্শ্ব চোখে তাকাচ্ছে। মু'মিনরা কিয়ামতের দিন বলবেঃ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে। জেনে রাখো যে, যালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী আযাব।

৮। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আহযাব

মু'মিন মুসলিম পুরষ ও নারীর ১০টি গুণের মধ্যে একটি গুণ হলো বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী।

সুরা ৩৩ আল আহযাব, আয়াত ৩৫

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ
الْقٰنِتِيْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِيْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَ
الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ
وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ
الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا
عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

অবশ্য মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মু;মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী,রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী-এদের জন্যে আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

৯। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কামার

অপমানে চোখনীচু করে তারা (অপরাধীরা)সেদিন কবর থেকে বের হয়ে আসবে।

সুরা ৫৪ আল কামার, আয়াতঃ ৭

خُشَّعًا اَبۡصَارُهُمۡ يَخۡرُجُوۡنَ مِنَ الۡاَجۡدَاثِ كَاَنَّهُمۡ جَرَادٌ مُّنۡتَشِرٌ ۙ﴿۷﴾

অপমানে শঙ্কিত নয়নে সেদিন তারা কবরসমূহ হতে বের হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়,

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাশর

১০। আমি যদি কোরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তবে তুমি সেটাকে দেখতে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে পড়েছে।

সুরা ৫৯ আল হাশর, আয়াতঃ ২১

لَوۡ اَنۡزَلۡنَا هٰذَا الۡقُرۡاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيۡتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنۡ خَشۡيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلۡكَ الۡاَمۡثَالُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُوۡنَ ﴿۲۱﴾

যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম তবে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্যে যাতে তারা চিন্তা করে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল ক্বালাম

১১।তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত, তাদের গ্রাস করে নেবে যিল্লতি।

সুরা ৬৮ আল ক্বালাম , আয়াতঃ ৪৩

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ

وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿۴۳﴾

তাদের দৃষ্টি হবে অবনত, অপমানবোধ তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখনতো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে।(তারা অমান্য করেছে)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল মা’আরিজ

১২। তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত , তাদের আচ্ছন্নকরে রাখবে যিল্লতি।

সুরা ৭০ আল মা’আরিজ, আয়াতঃ ৪৪

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا

يُوْعَدُوْنَ ﴿۴۴﴾

অবণত হবে তাদের দৃষ্টি; লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে; এটাই সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি এদেরকে দেয়া হয়েছিল।

১৩।পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাযিয়াত।

তাদের দৃষ্টি হবে অপমানে অবনমিত।

সুরা ৭৯ আন নাযিয়াত, আয়াতঃ ৯

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿۹﴾

তাদের দৃষ্টিসমূহ হবে ভীত বিহ্বলতায় অবনমিত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল গাশিয়া

১৪। সেদিন অনেক চেহারা হবে ভীত-নত অপমানিত।

সুরা ৮৮ আল গাশিয়া, আয়াতঃ ১,২

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

তোমার কাছে কি আচ্ছন্নকারীর(কিয়ামতের) সংবাদ এসেছে?

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾

সেদিন বহু মুখমন্ডল ভীত হবে।

খুদু

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শোয়ারা

১৫।আমরা চাইলে আসমান থেকে তাদের জন্যে একটা নিদর্শন নাযিল করতাম, তখন সেটার প্রতি তাদের গর্দান লুটিয়ে পড়তো।

সুরা ২৬ আশ শোয়ারা ,আয়াতঃ ১,২,৩,৪

طسم ﴿١﴾

ত্বোয়া-সীন-মীম।

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾

এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

তারা মু'মিন হচ্ছে না বলে তুমি হয়তো (মনোকষ্টে)আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا

خٰضِعِيْنَ ﴿٤﴾

আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গর্দান বিনত হয়ে পড়ত এর প্রতি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আহযাব

১৬।নবী মুহাম্মাদ(সঃ)এর স্ত্রীদের বলা হচ্ছেঃ তোমরা পরপুরুষের সাথে ললিত কন্ঠে কথা বলো না।

সুরা ৩৩ আল আহযাব ,আয়াতঃ৩২

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

হে নবী-পত্নীরা! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে (পরপুরুষের সাথে) মিষ্টি কন্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে খারাপ ইচ্ছা পোষণ করে এবং তোমরা উপযোগী কথা বলবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা আখেরাতে ভীত নত অপমানিত না হওয়ার জন্য আসুন আমরা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর প্রতি বিনীত অনুগত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করি, বিনয়ী হয়ে সালাত আদায় করি।

আল্লাহ আমাদের মধ্যে বিনীত হওয়ার গুণটি দান করুন । আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....।